দৈনিক সংবাদ

164

তারিখ ... ০৩.০৪.১৯৯৪
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ও ১১ উপাচার্যের বিবৃতি

গত সোমবার ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের একটি বিবৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এ বিবৃতিতে সম্মানিত উপাচার্যগণ ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ করে দেয়ার ঘটনায়ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা যে কতটা শোচনীয় উক্ত বিবৃতি থেকে তা অনুমান করা যায়। কোন্ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা কামনা করেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এ হাল হলো কেন? এজন্য কি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা শিক্ষকরা মোটেই দায়ী নন? এ মুহূর্তে বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনুরূপ আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। বর্ধিত ফি ধার্য করা কতটা যুক্তিসঙ্গত, এক্ষেত্রে ছাত্রদের দাবির পেছনেই-বা কি যুক্তি আছে সেসব যুক্তিতর্কের বিষয় এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের নামে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বর্ধিত ফি পুরোপুরি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি ১৩৬০ টাকা থেকে ৫৬০ টাকায় নামিয়ে আনতে সম্মত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টি মানতে নিমরাজি থাকলেও কয়েকটি নামসর্বস্ব ছাত্র সংগঠনের নেতানেত্রীরা নাকি বাগড়া দিয়েছে। তাদের যুক্তি, ফি এক পয়সাও বাড়ানো যাবে না। ফি না বাড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপকরণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে কিভাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট খরচের শতকরা ৯৫ ভাগই সরকার সাবসিডি হিসেবে দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের টিউশন বা অন্যান্য ফির মাধ্যমে আসে ৫ শতাংশেরও কম। 'যে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক ১৫ টাকা বেতন বা বার্ষিক কয়েকশ' টাকা ফি দিতে গররাজি তারা কি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি এবং অন্যান্য চার্জের কথা চিন্তা করছে? শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। সেটি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে। সেখানে আরো সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য কোন দেশেই উন্মুক্ত নয়। সেখানে অর্থ দিয়েই বিদ্যা কিনতে হয়। আমাদের দেশে যেসব নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন বা ফি বৃদ্ধিতে বিচলিত তারা কি তাদের ছেলেমেয়েদের এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান? অনেকের ছেলেমেয়েই আমেরিকা-ইউরোপ নিদেনপক্ষে প্রতিবেশী ভারতে পড়াশোনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কি উচিত এসব নেতার কথায় বিভ্রান্ত হওয়া?

এক্ষেত্রে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অসন্তোষ, হানাহানির জন্য একমাত্র শিক্ষার্থীরাই দায়ী নয়। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটির ইংরেজি অনার্সের পরীক্ষা নাকি এ পর্যন্ত ১০ বার পেছানো হয়েছে। গত রোববার ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘটের কারণে হলেও আগের ৯ বার কি জন্য হয়েছে? সে সময়ে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন ছিল না। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক না থাকা, নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণেই বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। তার আগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কি কোন কার্যকর ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পেরেছে? কিংবা যে শিক্ষকরা ঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেন না, খাতা দেখেন না তাদের বিরুদ্ধেই-বা প্রশাসন এ পর্যন্ত কি পদক্ষেপ নিয়েছে? দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা ছাত্র আন্দোলনের জন্য সেশনজট তৈরি হলে তার না হয় একটি যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা শিক্ষকদের গাফিলতির জন্য এটি হয়ে থাকলে তার জবাব কি? বেদনাদায়ক হলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরনের ঘটনা হরহামেশা ঘটেছে।

বর্ধিত বেতন-ভাতা বাতিলের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যা করেছে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোন পক্ষের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অচল করা যাবে না। বছরখানেক আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরাও একই ঘটনা ঘটিয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই অন্যায় আবদারের কাছে নতিস্বীকার করে বর্ধিত বেতন-ভাতা এবং ফিও বাতিল করেছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও বাস চালু রাখার দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করেছে। উভয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাশ্রয় ও আয় বাড়ানোর বিষয়টি জড়িত। বেতন-ভাতা বাড়ানোর প্রতিবাদে আন্দোলনের পরিবর্তে যদি শিক্ষার মান বাড়ানো তথা যথাসময়ে ক্লাস, পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করত তাহলে তারা সর্বমহলের সমর্থন পেত। শেষতক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যাটি সমাধান না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্ররা ফের আন্দোলনে নেমেছে। সেক্ষেত্রে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণের আকুল আবেদন অরণ্যে রোদনে পরিণত হবে কি?। কোন না কোন ...তে উচ্চ শিক্ষায়তনগুলো অচল করে রাখার এই মহড়া আর কতদিন চলবে?